দুর্গাপুরে সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় নিন্দার ঝড়

পুলিশি ধরপাকড়ে এক রাতেই গ্রেফতার ৬

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ দুর্গাপুর মহকুমা শাসকের দফতরে সোমবার মনোনয়নপত্র দাখিলকে কেন্দ্র করে সাংবাদিকদের ব্যাপক মারধর করে পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের শাসকদলের কয়েকজন। সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশন ও দুর্গাপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়। এই ঘটনায় সোমবার রাতে দুর্গাপুর থানার পুলিশ ও পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে ৬ জন তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের নাম সেখ সাহেব, সেখ গ্যাণ্ডা, প্রসেনজিৎ কুইল্যা, সেখ নুর মহম্মদ, সেখ মোশারফ ও সেখ আলাউদ্দিন। মঙ্গলবার তাদের দুর্গাপুর আদালতে তোলা হয়। এরা পাণ্ডবেশ্বর থানা এলাকার ন্যানো হরিপুর ছোড়া এলাকার বাসিন্দা। শাসকদলের রোষানলে পড়ে এদিন দুর্গাপুরে ৪ জন সাংবাদিক আহত হন। এরপরে শাসকদলের জেলা সভাপতি ভি শিবদাসন থেকে শুরু করে দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক এই ঘটনার নিন্দায় সরব হওয়ার সাথে সাথে দোষীদের কড়া শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হন। নির্বাচন কমিশনকেও এই বিষয়ে অভিযোগ জানান দুর্গাপুরের সাংবাদিক সংগঠন। যার উত্তরে নির্বাচন কমিশন পুলিশ এবং মহকুমাশাসকের কাছে সাংবাদিক নিগ্রহের রিপোর্ট চেয়েছে। আর এই সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনাকে সামনে রেখে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। উল্লেখ্য, সোমবার অতিরিক্ত মনোনয়ন পেশের দিন দুর্গাপুরে শাসকদলের কর্মীদের আক্রান্ত দন দুর্গাপুরের সাংবাদিকরা। আক্রান্ত হন একটি বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিক বিকাশ সেন। তাঁকে দুর্গাপুরের মহকুমা শাসকের দফতরের তৃতীয় তল থেকে মারতে মারতে নীচে নামায় শাসকদলের কর্মীরা। এরপরে তার উপর প্রায় ৫০-৬০ জন তৃণমূল কর্মী ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁকে রাস্তায় ফেলে পেটে বুকে মাথায় লাথি মারা হয়। বিজেপি'র কোনও প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র জমা দিতে দিচ্ছিল না পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের কয়েকজন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী। সেই ছবি তুলতে গেলে বিকাশ সেনকে ওই মহিলারা মারতে থাকে মহকুমা শাসকের দফতরেই। তারপরে তাকে রাস্তায় ফেলেও মারা হয়। বিকাশ সেনকে বাঁচাতে সাংবাদিক সৌমেন ব্যানার্জী, সাংবাদিক সঞ্জয় দে প্রমুখরা গেলে তারাও মারের হাত থেকে রেহাই পাননি। কোনও রকমে শাসকদলের রোষানল থেকে তাঁরা বের হয়ে এসে পুলিশকে ফোন করে ডাকেন। পুলিশ এলে শাসকদলের কর্মীরা সেখানে দাঁড়িয়ে উস্কানি করতে থাকে। এদের মুখ সাদা কাপড়ে ঢাকা ছিল। যেখানে ১৪৪ ধারা জারি ছিল সেখানে পুলিশকে দেখা না গেলেও বহিরাগতদের দেখা যায়। পাণ্ডবেশ্বরে শাসকদলের কর্মীদের হাতে সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় দুর্গাপুরের শাসক দলের নেতা কর্মীরা বেজায় ক্ষুব্ধ।

সন্ত্রাস ফিরে দেখা ঃ সময়কাল ১৯৯৮

অন্ধকারে ৩৫ তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে আট ঘন্টা তান্ডব চালায় সিপিএম কর্মীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ সময়টা ছিল ১৯৯৮ সাল। সবেমাত্র তৃণমূলের জন্ম হয়েছে। পঞ্চায়েত ভোটে প্রার্থী হয়েছেন একেবারে টগবগে কিছু মধ্যবিত্ত যুবক। তাদের সমর্থনে ছোটো ছোটো সভায় চাঁছাছোলা ভাষায় সিপিএম নেতাদের নানা কাহিনী তুলে ধরেছে বেশ কিছু যুবক। সংখ্যায় খুব বেশি নয়। জনা ৩৫ যুবক। সদ্য রাজনীতিতে পা রেখেছেন তারা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন দলে নাম লিখিয়েছেন। অবশ্য এরা সবাই কংগ্রেস পরিবারের ছেলে। গোপালপুরের সেই সময়ের এক দাপুটে সিপিএম নেতার নির্দেশ ছাড়া গাছের পাতা শব্দ করতো না। এখনো চালু আছে সেই প্রবাদ। আর তাকেই কিনা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে সিপিএমের বিরুদ্ধে দাপটের সাথে প্রচার। সহ্য হয় নি কাঁকসা ব্লকের সিপিএমের থিঙ্ক ট্যাঙ্কদের। পরিকল্পনা হয়ে গিয়েছিল চরম টাইট দেওয়ার। দিন বেছে নেওয়া হয় ভোটের দিন রাতকেই। ভোট চলছে, আচমকাই যুবকেরা হাতে তির ধনুক, শহর থেকে আসে বোমা বাহিনী। বেলা একটাতেই দখল হয়ে যায় বুথ। কংগ্রেস পরিবারের ভোটারদের হিমশীতল গলায় জানিয়ে দেওয়া হয়, ভোট দেখতে পাচ্ছি সাবধান। ভোট চুকে যায়। রক্ত ঝরে না কিন্তু ব্যালট বাক্সে লালের ব্যালট ভরে যায় বলে অভিযোগ সেই সময়ের তৃণমূল কর্মীদের। আসে সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত। রাত দশটা। আচমকাই লোডশেডিং হয়ে গেল গোপালপুর গ্রাম জুড়ে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে পুলিশকে বলা হয়েছিল তাদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। পুলিশ এসেছিল, দাঁড়িয়ে ছিল গোপালপুর বকুলতলা নামে সিপিএমের দুর্গে। শুরু হয়ে যায় বাছাই করা তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে ইট বৃষ্টি। তির ছোড়াও হয় কয়েকজনের বাড়িতে। রাত দশটা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত চলে সেই তান্ডব। হা রে রে করে ছুটে যাচ্ছিল এক সিপিএম নেতার দাপুটে বাহিনী। গ্রাম থেকে বার হওয়ার সমস্ত পথে পাহারা বসে যায়। সেই সময়ের তৃণমূল নেতা কর্মীদের কথায় কোন রকমে গ্রাম থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছিল ৩৫ জন যুবক। গ্রাম ছাড়া থাকতে হয়েছিল প্রায় মাস দেড়েক। সিপিএম ধোবা, নাপিত, কামিন, মুনিষ, মাহিন্দর সব বন্ধ করে দেয় এই ৩৫ জন তৃণমূল পরিবারের। সেই সময়ের গ্রামের যুব তৃণমূল নেতা একেবারে তৃণমূল পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী কাঞ্চন লায়েক বলেন, সে রাতে ভাবতে পারিনি জীবন্ত অবস্থায় গ্রাম থেকে বার হওয়া যাবে। একজনের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। ভয়ঙ্কর সেই দিনের কথা মনে পড়লেই এখনও ভয়ে আঁতকে উঠি বলে মন্তব্য করেন এবারের তৃণমূল প্রার্থী।

পূর্বস্থলী দুই নম্বর ব্লকে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তারের অভাবে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার বাসিন্দারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী ঃ মঙ্গলবার পূবস্থলী ২ ব্লকের পাটুলি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে দেখা গেল, অভাব চিকিৎসকের। রোগী দেখছেন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মীরাই। সাথে আছেন ফার্মাসিস্ট। অথচ এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উপর নেই নেই করে ১০টি গ্রামের মানুষ নির্ভরশীল। গ্রামের মানুষের অভিযোগ যে, দীর্ঘদিন ধরে এই উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামোর অভাব নেই অথচ শুধুমাত্র চিকিৎসক আসার কথা, মাঝেমধ্যে আসে মাঝে মধ্যে আসেন না এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েই আমাদের স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ নিতে হয় খুব কষ্টে এবং যন্ত্রণায়। কোন কিছু হলেই আমাদের ছুটতে হয় কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে অথবা পূর্বস্থলীর ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কিংবা বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। জানা গেছে, যে পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের অধীন রয়েছে চারটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র। একটিতেও স্থায়ীভাবে চিকিৎসক নেই। ব্লকের অধীন নিমদহ, কুবাজপুর, পাটুলি ও লক্ষ্মীপুরের সিংহাড়ি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র বেহাল অবস্থায় পরিণত হয়েছে। চিকিৎসকের অভাবে এতদ অঞ্চলের বাসিন্দারা চরম সমস্যার মধ্যে পড়েছেন বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। এই অঞ্চলের বাসিন্দা দ্বারকানাথ দাস অভিযোগ করেছেন যে, পরিকাঠামো থাকলেও চিকিৎসকের অভাবে আমাদের চিকিৎসা করাতে চরম সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। তাই অনেক দূর দুরান্তে ছুটে যেতে হয়। চিকিৎসার জন্য। চিকিৎসকের দাবিতে বারবার আমরা জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক থেকে শুরু করে বহু জায়গায় বিষয়টি জানিয়েছি কিন্তু চিকিৎসক আজও মেলেনি। এছাড়াও বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে রয়েছে বহু সাব সেন্টার। ওই সব সাব সেন্টারে আশা কর্মী এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা কোনরকমভাবে গ্রামীণ চিকিৎসার প্রাথমিক কাজগুলো করে থাকে তবে বড় ধরনের রোগ হলেই ছুড়তে হয় আমাদের দুরান্তে বর্ধমান শহর কিংবা কাটোয়া হাসপাতালে। আসন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত ভোটের

মুখে আমরা প্রার্থীদের কাছে দাবি জানাচ্ছি যে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ না করলে আগামী দিন আমরা ভোট বয়কটের ডাক দিতে পারি। দীর্ঘদিন ধরে আমরা দেখে আসছি পরিকাঠামো থাকলেও অভাব চিকিৎসকের অভাব নার্সের। ওইসব স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি ফার্মাসিস্ট কোন রকমে ওষুধ এবং রোগী দেখে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে থাকছেন। যা কিনা নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ বলে মনে করছেন গ্রামের মানুষ।

ব্লক একমাত্র ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি পূর্বস্থলীতে অবস্থিত। এখানেও চিকিৎসকের অভাব তবুও ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক মৃণাল কান্তি হালদার পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছেন রাত দিন সমান করে। মৃণাল কান্তি হালদার জানিয়েছেন, যে তিনি দুটো ব্লকের দায়িত্ব রয়েছেন। কালনা ২ নম্বর ব্লক ও পূবস্থলী ২ নম্বর ব্লকের স্বাস্থ্যপরিষেবা বজায় রাখতে তিনি হিমসিম খাচ্ছেন বলেও জানিয়েছেন। চিকিৎসকের অভাবে অনেক সময় স্বাস্থ্য পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটছে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

তবে বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিকাঠামোর অভাব নেই অভাব শুধু চিকিৎসের সেই সাথে কর্মী সংকটে রয়েছে নার্সের অভাব। স্থানীয় সিপিএম নেতা ও বিধায়ক প্রদীপ সাহা জানিয়েছেন, চিকিৎসক নার্স ও কর্মীর অভাবে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি ক্রমেই যেন ভয়াবশায় পরিণত হচ্ছে। গ্রামের মানুষ চিকিৎসা না পেয়ে বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার দিকে ঝুঁকছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। এরফলে যারা আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল সে সমস্ত মানুষের পক্ষে স্বাস্থ্যপরিষেবা না পেয়ে চরম দুর্দশার মধ্যে জীবনযাপন করছেন বলে অভিযোগ প্রদীপবাবুর।

রামজীবনপুর পৌর এলাকা সেজে উঠবে অত্যাধুনিক এলইডি ল্যাম্পে

মানবেন্দ্র পাল, রামজীবনপুর ঃ গ্রীনসিটি প্রকল্পের পর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার রামজীবনপুর পৌরসভাকে আলোকিত করতে উদ্যোগী হল পরিবহণ দপ্তর। ঘাটাল-আরামবাগ প্রধান রাস্তার মধ্যে রামজীবনপুর পৌরসভার অন্তর্গত দেওপুর থেকে বাইপাস রাস্তা হয়ে পৌরসভার শেষ সীমা তারাজুলী নদীর ব্রিজ অর্থাৎ হুগলি জেলার সীমানা পর্যন্ত এই আলোর ব্যবস্থত্ব করা হবে। এলইডি আলোর মাধ্যমে রাস্তাটি সাজিয়ে তোলা হবে। প্রায় তিন কিলোমিটার এই রাস্তাটি আলোকিতো করার জন্য পরিবহণ দপ্তর থেকে প্রায় ৯৭ লক্ষ টাকা মিলেছে বলে পৌরসভা সূত্রে জানা গেছে। বিগত বছরে রামজীবনপুর বাসট্রার্মিনাসের উদ্বোধনে এসে পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই রাস্তাটি আলোকিতো করার অশ্বাস দিয়েছিলেন। তাঁর উদ্যোগেই পরিবহণ দপ্তর থেকে এই সহায়তা পাওয়া গেছে বলে জানান, পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্মল চৌধুরী।

এর আগে গ্রীনসিটি প্রকল্পের আওতায় পৌরসভার প্রায় প্রত্যেকটি ওয়ার্ডেই আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবার পরিবহণ দপ্তরের সহায়তীয় এই রাস্তাটি আলোকিত হওয়ার খবরে খুশি পৌরবাসীরা। নির্মলবাবু বলেন, রাস্তাটি অন্ধকার থাকায় এতোদিন বহু মানুষের অসুবিধে হয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ রাস্তাটি আলোকিত করার কাজ সম্পূর্ণ হবে।

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিঙ্গুর ঃ সম্প্রতি সিঙ্গুরের জামিনবেড়িয়া এলাকার শান্তাশ্রমে হুগলি জেলা কবিতা একাডেমির ষোড়ষ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কবি অরুণকুমার চক্রবর্তী। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বরুণকুমার চক্রবর্তী। অনুষ্ঠান থেকে তানিয়া হাজরা স্মৃতি সম্মাননা প্রদান করা হয় যে সমস্ত বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকদের তাঁরা হলেন, আরামবাগের তপন মুখোপাধ্যায়, নন্দনপুরের প্রশান্ত মানিক, রাধাকৃষ্ণপুরের অজয় দ্বারী, কোননগরের ধনঞ্জয় সিংহ, রাউতাড়ার শম্ভুনাথ বেরা, চাঁপদানির অমর ঘোষ, শ্রীরামপুরের নন্দিতা সিন্‌হা।

হুগলি জেলার বিরাটি গ্রামে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সংঘের উদ্যোগে শ্রীশ্রীমাসারদাদেবীর এবং বিশ্বপথিক স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ পুজো সম্পন্ন হয়। সারাদিন ব্যাপি এই অনুষ্ঠানে চণ্ডীপাঠ, কথামৃত পাঠ, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা, কীর্তণ, রামকৃষ্ণ লীলা, বাউল গান প্রভৃতি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীবৃন্দ এবং ভক্তগণের সমাগম হয়। নিজস্ব চিত্র

ঋণের টাকা পরিশোধ না করায় অপমানে আত্মঘাতী স্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ স্ত্রীর নামে স্বামী একটি বেসরকারি ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে পরিশোধ না করার ফলে অপমানে আত্মঘাতী হলেন স্ত্রী। আউশগ্রাম থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই মহিলার নাম মীর রসবা (৪৬)। বাড়ি আউশগ্রাম থানার ভোতা গ্রামে। জানা গিয়েছে যে, মৃত মহিলার স্বামী মীর শরিফ বাড়ি তৈরির জন্য একটি বেসরকারি ব্যাঙ্ক থেকে লোন নেন। লোন নেওয়া হয়েছিল তাঁর স্ত্রী মীর রসবা'র নামে। জানা গিয়েছে, লোনের পরিমান ছিল প্রায় দুই লক্ষ টাকা। ওই লোনের টাকা পরিশোধ না করতে পারায় চরমভাবে অপমান হয়রানির শিকার হতে হয়েছিল ওই মহিলাকে। লক্ষ্মীলাভের দায়ে বহুবার ব্যাঙ্ক থেকে তাগাদা করা হয়েছিল ঋণগ্রহীতা ওই মহিলাকে। টাকা পরিশোধ করতে না পারার ফলে স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে ঝগড়া ও অশান্তি লেগেই থাকত। সোমবার রাতে অশান্তি চরম আকার ধারণ করে। রাতে মহিলা কীটনাশক খান। দ্রুত তাঁকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসায় কোনও সাড়া মেলেনি। মঙ্গলবার সকাল ১০টা নাগাদ মৃত্যু হয় ওই মহিলার।

প্রচারে জোরকদমে তৃণমূল গলসিতে পিছিয়ে বিরোধীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসি ঃ গলসিতে পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল, পিছিয়ে বিরোধীরা। সংগঠন না থাকলে কী হয়, তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সিপিএম আর বিজেপি। দেওয়াললিখন তো দূরের কথা দেওয়ালে চুন দেওয়ার মতো কোনও কর্মী খুঁজে পাচ্ছে না সিপিএম আর বিজেপি। এই অবস্থায় গলসির গ্রামে গ্রামে ঘুরলে শুধুই চোখে পড়ছে তৃণমূলের দেওয়াল লিখন। বিরোধীদের দাবি, মনোনয়নপত্র যারা জমা দিতে দেয়নি, তারাই আবার দেওয়াল লিখতে দেবে ভাবাটাই মুখামির কাজ। তৃণমূলের কথায়, সারা বছর মানুষের সাথে থাকতে হয়। আর সেটাই করে তৃণমূল। প্রচারে একেবারে অভিনবত্ব এনেছেন রামগোপালপুর পঞ্চায়েতের বিদায়ী প্রধান। ফজিলা বেগম প্রচারের মূল দায়িত্ব নিয়ে তৈরী করেছেন আইটি সেল। সোস্যাল মিডিয়ার এই সেলের কাজ, তৃণমূলের প্রার্থীদের হয়ে প্রচার এবং রাজ্য সরকারের উন্নয়নের প্রচার। সোস্যাল মিডিয়ার প্রচারেও পিছিয়ে সিপিএম ও বিজেপি। তবে এই পঞ্চায়েত প্রধান ফজিলা বেগম বেশ কিছু কামাস আগেই প্রকাশ করেছিলেন এক পুস্তিকা। বিরোধীদের মুখ বন্ধ করতে পাঁচ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান তিনি তুলে ধরেছেন এই পুস্তিকায়। এবারের ভোটের আগে সেই পুস্তিকা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। পঞ্চায়েতের বিদায়ী প্রধান ফজিলাবেগমের প্রচারের এই অভিনবত্ব জেলা তৃণমূলে নেতাদেরও প্রশংসা পেয়েছে। সাবেকি দেওয়াল লিখনে গলসির দুটি ব্লকের দেওয়ালে দেওয়ালে শুধুই ঘাসফুল। সিপিএমের কৃষক নেতা রেজ্জাক মোল্লা বলেন, তৃণমূল মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে মনোনয়নপত্র জমা দিতে না দিয়ে। জমা দিলেও হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

নাবালিকা অপহরণ কান্ডে গ্রেফতার ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা ঃ মঙ্গলবার নাদনঘাট থানা এলাকা থেকে নাবালিকা অপহরণ কান্ডে এক যুবককে গ্রেফতার করলো পুলিশ। নাদনঘাট থানার পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত যুবকের নাম প্রসেনজিৎ মল্লিক। বাড়ি নসরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নিংড়ে গ্রামে। ধৃত যুবকের বিরুদ্ধে গত ২০ এপ্রিল নসরতপুর গ্রাম থেকে এক নাবালিকাকে অপহরণ করার অভিযোগ ওঠে। জানা গেছে, ওই নাবালিকা নবম শ্রেণিতে পাঠরতা। স্কুলে যাওয়ার পথে তাকে অপহরণ করা হয় বলে অভিযোগ। নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে নাদনঘাট থানায় অপহরণের অভিযোগ জানানো হয়। পুলিশ তদন্তে নেমে পূর্বস্থলি থেকে নাবালিকা সহ ওই যুবককে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার ধৃত যুবককে কালনা আদালতে পাঠানো জলে বিচারক জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
:: রোগী দেখছেন ::
স্পন্দন হেলথ্ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034533

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Mobile : 9609538713, 9775781615
Phone : 03211 - 255 222